বৈশাখী

বুদ্ধদেব গুহ

রবীন্দ্রনাথের সেই গান আছে না ?

'বৈশাখের ই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।

আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ।।
স্বপ্নশেষের বাতায়ণে হঠাৎ আসা মনে মনে
আধো-ঘুমের-প্রান্ত-ছোঁয়া বকুলমালার গন্ধ।।'

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া ...

গ্রীষ্মর বার্তাবাহী হলেও বৈশাখ মাখ তার আপাদমস্তক বসন্তর গন্ধ নিয়ে আসে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। তখনও আমের মুকুল আর কাঁঠালের মুক্তির গন্ধে ম ম করে প্রকৃতি। বনে বনে তখনও প্রভাতী হাওয়াতে মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ ভাসে -- ফিসফিস করে অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে নানা রঙা মৌটুসী পাখিরা। তখনও কিছু পাগলা কোকিল আর পিউ কাঁহা তাদের পাগলের মতো দিগ্বিদিকশূন্য প্রমত্ত ডাকে বুকের মধ্যে চমক তুলে পালিয়ে যায়। টিয়ার ঝাঁক বনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তের ফুলের আগুনের মধ্যে সেঁধিয়ে নিয়ে নিজেদের গায়ের কচিকলাপাতা রঙের আবীর মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেয় গাছে গাছে নতুন কচি-কলা-পাতা রঙা পাতাদের মধ্যে। তখন কুসুম বনের গাছে গাছে মাছের রক্ত ধোওয়া জলের মতো পাতলা লাল পাতা আসে ফিনফিনে ফুলের মতো। বকুল ফুটতে শুরু করে।

জর্জদার রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা মনে পড়ে।

যে গান আমরা শিখেছিলাম :
‘ঐ জানালার পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা
কোলে ফুল পড়ে রয়েছে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
ঝুরুঝুরু বায়ু বয়ে যায়, কানে কানে কি যে কয়ে যায়
আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাসিতেছে কত কথা।

জানালার ধরে বসে আছে ...

চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায় উড়ে উড়ে যায় পাখি
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল পড়িতেছে থাকি থাকি
মধুর আলস মধুর আবেশ মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি।’

এই যে ‘ঝুরু ঝুরু হাওয়া’ এও শুধুমাত্র বৈশাখেরই। তবে এই হাওয়ার স্বরূপ বনে জঙ্গলে যেমন স্পষ্ট হয় তেমন শহরে হয় না - তবে গ্রামাঞ্চলে অবশ্য কিছুটা হয়। ‘শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়, ঐ দূরে ঐ দূরে’ মনে পড়ে। শুকনো মাটি আর পাথরের উপর দিয়ে হাওয়ার তাড়া খাওয়া বহুবর্ণ শুকনো পাতাদের পা ঘষে ঘষে দিগ্বিদিকে দৌড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে অনেকেই পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। ওই পাতাদের চলমান শব্দের মধ্যেই যেন অতীত এবং ভবিষৎও কথা কয়ে ওঠে।

এই বৈশাখ, এই ভারতীয় আশ্চর্য প্রকৃতি, এই অল্পে সুখী, কম লোভী সাধারণ মানুষজনই শুধু জানে আমাদের ঋতু-বৈচিত্রর কথা। আনন্দ আর আরামের মধ্যে যে তফাত আছে এ কথাও বোঝে। বুঝত অন্তত আমাদের প্রজন্মের মানুষেরা। তরুণ প্রজন্মের মনের কথা জানি না। তবে বুঝি যে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ, অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি সচ্ছল। ওদের কাছের সুখের সংজ্ঞা অন্যরকম। ভারি ভয় হয় ওদের জন্যে। আনন্দ আর আরামকে ওরা এক করে ফেলবে না তো।

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়াতে ঘুম ভেঙে উঠে প্রকৃতি নির্লোভ চোখে চাইবার যে বিমল আনন্দ, তা থেকে কি ওরা পুরোপুরিই বঞ্চিত হবে ? যদি হয়, তবে তা বড় দুঃখের ব্যাপার হবে।

এই দুঃখ থেকে বাঁচার জন্যে ওদের একা ঘরে বসে আনন্দময় সকালে বা সন্ধ্যেতে অনেক পন্ডিতদের লেখা পড়তে হবে। মানুষ হিসাবে আমরা তো হেলিকপ্টার থেকে ঝপ্ করে পড়িনি। আমাদের একটা অতীত আছে, ঐতিহ্য আছে, আমাদের পূর্বসূরীরা আমাদের জন্যে তাঁদের গভীর উপাসনা ও উপলব্ধি লব্ধ অনেক কিছু লিখে রেখে গেছেন। সেই সব অতীতের বইয়ের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ-এর সব সুখ

নিহিত আছে। তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেদিন এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করবে শুধুমাত্র সেদিনই তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান পাবে, আনন্দেরও। শুধুমাত্র আরামের সস্তা নিগড় ছেড়ে তারা সেদিনই বৈশাখের এই ভোরের হাওয়াতে এসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।